# ইউনিট ১১

## লেনদেনের ভারসাম্য হিসাব

Balance of Payment

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণের মাত্রা এক নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের পার্থক্য, সম্পদ-সুযোগ-প্রযুক্তিগত ইত্যাদি ক্ষেত্রের পার্থক্যের কারণে উৎপাদনের লাভ ক্ষতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোন একটি দেশ কিরকম অবস্থানে আছে সেটা বোঝার জন্য লেনদেনের ভারসাম্য ও বাণিজ্য শর্ত খুব গুরুত্বপুর্ণ। এই অংশে আমরা এই দুটো বিষয়ের বিশ্লেষণ দেখবো। একইসঙ্গে এই অংশে থাকছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থানের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা।

**এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :**


❒ পাঠ-১. লেনদেনের ভারসাম্য

❒ পাঠ-২. বাণিজ্য শর্ত ও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

পাঠ - ১

## লেনদেনের ভারসাম্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- *লেনদেনের ভারসাম্য বলতে কি বোঝায়*
- *চলতি হিসাব ও মূলধনী হিসাব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা*
- *ভারসাম্যের ঘাটতি রোধে ব্যবস্থাবলী*

### লেনদেনের ভারসাম্য

লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব বলতে বিভিন্ন দিক থেকে বা বিভিন্ন হিসাবে একটি দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য সকল দেশের নাগরিক, সরকার ও প্রতিষ্ঠানের যে লেনদেন হয় তার সামগ্রিক হিসাব বোঝায়। এই পুরো হিসাবকে প্রধানত: দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। এগুলো হল : চলতি হিসাব (current account) ও মূলধনী হিসাব (capital account) ।

*দৃশ্যমান আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে আছে সবধরনের বস্তুগত দ্রব্যাদি। আর অদৃশ্যমান আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে আছে সবধরনের অবস্তুগত সেবা ধরনের পণ্য সামগ্রী।*

**চলতি হিসাব (current account):** এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান দুধরনের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব। দৃশ্যমান আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে আছে সবধরনের বস্তুগত দ্রব্যাদি। আর অদৃশ্যমান আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে আছে সবধরনের অবস্তুগত সেবা (services) ধরনের পণ্য সামগ্রী। এর মধ্যে আছে: নাগরিকদের থেকে বিদেশীদের জন্য প্রদত্ত সেবা (পর্যটন, জাহাজসহ পরিবহন, বীমা ও ব্যাংকসহ অর্থকরী কাজ) থেকে প্রাপ্ত অর্থ, এ দেশে কর্মরত বিদেশীদের দেশে পাঠানোর পর অবশিষ্ট অর্থ, মুনাফা, সুদ, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ, চিকিৎসা, বেড়ানো, লেখাপড়াসহ বিভিন্ন কাজে প্রেরিত অর্থ। যে সব কাজে অর্থাৎ, যে সব দৃশ্যমান ও অদৃশ্য খাতের আমদানিতে অর্থ বাইরে যায় সেগুলোকে দায় (debit) এবং যেসব কাজে অর্থাৎ যেসব দৃশ্যমান ও অদৃশ্য খাতের রপ্তানিতে অর্থ যোগ হয় সেটাকে ধরা হয় প্রাপ্তি (credit) হিসাবে। আমদানির চাইতে রপ্তানি বেশি হলে আমরা বলি চলতি হিসাব উদ্বৃত্ত (surplus) হয়েছে, আর আমদানির চাইতে রপ্তানি কম হলে আমরা বলি চলতি হিসাব ঘাটতি (deficit) হয়েছে।

**মূলধনী হিসাব (capital account):** এই হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদে আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে মূলধন স্থানান্তর। দীর্ঘমেয়াদি মূলধন স্থানান্তরের মধ্যে আছে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, বিদেশীদের এদেশে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ, আন্ত:সরকার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। স্বল্পমেয়াদি মূলধন স্থানান্তরের মধ্যে পড়ে সবধরনের স্বল্পমেয়াদি ঋণ ও বিনিয়োগ।

### উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি

চলতি হিসাবে ঘাটতি মানে হল আন্তর্জাতিক ঋণগ্রস্থতা বৃদ্ধি। তার ফলে মূলধনী হিসাবে আবার উদ্বৃত্ত দেখা যায়।

লেনদেনের হিসাব = চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত/ঘাটতি + মূলধনী হিসাবের উদ্বৃত্ত/ঘাটতি = শূন্য

লেনদেনের হিসাবে ক্রমাগত যদি ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া প্রধানত: দুটো ক্ষেত্রে দেখা যায়:

১. ঘাটতি যদি দেখা যায় তাহলে স্থির বিনিময় হার নিয়ে একটি দেশ ক্রমাগত: বৈদেশিক মুদ্রার মজুত হারাবার অবস্থায় পতিত হয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থকরী সংস্থাসমূহের কাছে ক্রমবর্ধমান হারে ঋণী হয়ে পড়ে। এই অবস্থা বেশি দিন চলতে পারেনা কারণ মজুত এবং ঋণের উৎস দুটোই সীমিত। আবার যখন উদ্বৃত্তের অবস্থা দেখা যায় তখন দেশটির মজুত ক্রমান্বয়ে, অন্য দেশগুলোর

ঘাটতি সৃষ্টির বিনিময়ে, বাড়তে থাকে। এর অভ্যন্তরীণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে।

২. যখন ঘাটতি দেখা যায়, তখন দেশের বিনিময় হারের উপর নিম্নমুখী চাপ পড়ে আবার উদ্বৃত্তের সময়ে উর্ধ্বমুখী চাপ দেখা যায়। এই চাপের মুখে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার পরিবর্তিত হবে কি হবে না তা নির্ভর করবে ঐ দেশে বিদ্যমান বিনিময় হার ব্যবস্থার উপর।

*যখন ঘাটতি দেখা যায়, তখন দেশের বিনিময় হারের উপর নিম্নমুখী চাপ পড়ে আবার উদ্বৃত্তের সময়ে উর্ধ্বমুখী চাপ দেখা যায়।*

লেনদেনের হিসাবে ক্রমাগত ভারসাম্যহীনতা দেখা গেলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে থেকে এক বা একাধিক গ্রহণ করবার সম্ভাবনা থাকে।

১. সেই দেশে চাহিদা ব্যবস্থাপনার নীতি (demend-management policies) গ্রহণ করতে পারে। ঘাটতির সময়ে সংকোচনমূলক রাজস্ব বা মুদ্রা নীতিকেই যথার্থ বিবেচনা করা হয়। ধরা হয় এতে আমদানি সহ সামগ্রিক চাহিদা কমবে। এবং উদ্বৃত্তের সময়ে সম্প্রসারণমূলক নীতিকেই কার্যকর বিবেচনা করা হয়। বলা দরকার যে, অনেক সময় এসব নীতি একটি দেশের কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যেমন, কোন দেশে একই সঙ্গে ঘাটতি ও বেকারত্ব থাকলে সংকোচনমূলক ব্যবস্থায় বিরূপ ফলাফল হয়।

২. এটি আমদানি নিয়ন্ত্রণের দিকে যেতে পারে।

৩. এটি মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন করতে পারে।

*ঘাটতির সময়ে সংকোচনমূলক রাজস্ব বা মুদ্রা নীতিকেই যথার্থ বিবেচনা করা হয়। ধরা হয় এতে আমদানি সহ সামগ্রিক চাহিদা কমবে। এবং উদ্বৃত্তের সময়ে সম্প্রসারণমূলক নীতিকেই কার্যকর বিবেচনা করা হয়।*

**সারসংক্ষেপ**

*লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব বলতে বিভিন্ন দিক থেকে বা বিভিন্ন হিসাবে একটি দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য সব দেশের নাগরিক, সরকার ও প্রতিষ্ঠানের যে লেনদেন হয় তার সামগ্রিক হিসাব বোঝায়। প্রধানত: চলতি ও মূলধনী এই দুই ভাগে পুরো হিসাবকে ভাগ করা যায়। লেনদেনের হিসাবে ক্রমাগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে চাহিদা ব্যবস্থাপনার নীতি গ্রহণ করা হয়। ঘাটতির সময়ে সংকোচনমূলক রাজস্ব বা মুদ্রা নীতি এবং উদ্বৃত্তের সময় সম্প্রসারণমূলক নীতিকে কার্যকর বিবেচনা করা হয়।*

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.১

## নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১. চলতি হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে-
ক. দৃশ্যমান ও অদৃশ্য দুধরনের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব।
খ. শুধুমাত্র দৃশ্যমান আমদানি ও রপ্তানির হিসাব।
গ. শুধুমাত্র অদৃশ্যমান আমদানি ও রপ্তানির হিসাব।
ঘ. শুধুমাত্র দৃশ্যমান আমদানি ও অদৃশ্যমান রপ্তানির হিসাব।

২. মূলধনী হিসাবের মধ্যে আছে-
ক. প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ।
খ. বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ।
গ. বিদেশীদের জন্য প্রদত্ত নাগরিকদের সেবা থেকে প্রাপ্ত অর্থ।
ঘ. দেশে কর্মরত বিদেশীদের দেশে পাঠানোর পর অবশিষ্ট অর্থ।

৩. চলতি হিসাবের ঘাটতি দেখা দিলে-
ক. বিনিময় হারের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়।
খ. বিনিময় হারের উপর উর্ধ্বমুখী চাপ দেখা যায়।
গ. বিনিময় হারের উপর নিম্নমুখী চাপ দেখা যায়।
ঘ. বিনিময় হারের উপর তা কোন প্রভাব ফেলে না।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চলতি হিসাব ও মূলধনী হিসাবের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

২. লেনদেনের হিসাবে ভারসাম্যহীনতা থাকলে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যায়?

## রচনামূলক প্রশ্ন

১. লেনদেনের ভারসাম্য বলতে কি বোঝায়? লেনদেনের হিসাবে ক্রমাগত ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত থাকলে তার ফলাফল কি হয়?

পাঠ - ২

# বাণিজ্য শর্ত ও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –

- *বাণিজ্য শর্ত বলতে কি বোঝায়*
- *বাংলাদেশের বাণিজ্যের চিত্র*
- *বাণিজ্য শর্তে বাংলাদেশের অবস্থান*

## বাণিজ্য শর্ত (Terms of trade)

বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যখন অংশগ্রহণ করে তখন এটি একদিকে যেমন রপ্তানি করে তেমনি একই সঙ্গে আবার আমদানিও করে। আমদানি ও রপ্তানি মিলিয়ে তার ভারসাম্য অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে তা বোঝার জন্য বাণিজ্য শর্ত ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ বাণিজ্য শর্ত দিয়ে বোঝা যায় দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতি না উদ্বৃত্ত অবস্থায় আছে।

এক কথায় বাণিজ্য শর্ত আসলে হল আমদানি সূচক ও রপ্তানি সূচকের অনুপাত।

অর্থাৎ, বাণিজ্য শর্ত = রপ্তানি দামের সূচক/আমদানি দামের সূচক।

যদি একটি দেশ যে রপ্তানি করে তার দামের সূচক একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তার আমদানি দামের সূচকের তুলনায় বৃদ্ধি পায় তাহলে বোঝা যাবে যে, বাণিজ্য শর্ত তার অনুকূলে। আবার যদি রপ্তানি দামের সূচক একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তার আমদানি দামের সূচকের তুলনায় হ্রাস পায় তাহলে বোঝা যাবে যে, বাণিজ্য শর্ত তার প্রতিকূলে। এক হিসাবে বাণিজ্য শর্ত হচ্ছে আপেক্ষিক রপ্তানি দাম সূচক।

*যদি একটি দেশ যে রপ্তানি করে তার দামের সূচক একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তার আমদানি দামের সূচকের তুলনায় বৃদ্ধি পায় তাহলে বোঝা যাবে যে, বাণিজ্য শর্ত তার অনুকূলে। আবার যদি রপ্তানি দামের সূচক একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তার আমদানি দামের সূচকের তুলনায় হ্রাস পায় তাহলে বোঝা যাবে যে, বাণিজ্য শর্ত তার প্রতিকূলে।*

## বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত বুঝতে গেলে বাণিজ্যের সামগ্রিক চেহারাটিও আমাদের দেখা দরকার। নিচের কয়েকটি ছকে এর চিত্র দেয়া আছে। প্রথম ছকে দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমাগত বাড়ছেই। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৪৩৪.৫৯ কোটি টাকা, ১৯৯৪-৯৫ নাগাদ এই ঘাটতি প্রায় ২০ গুণ বেড়ে হয়েছে ৯৪৯১ কোটি টাকা, এই বৃদ্ধি ১৯৯৭-৯৮ হয়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

**ছক ১ : বাংলাদেশে বিদেশী বাণিজ্য**

(কোটি টাকায়)

| বছর | রপ্তানি আয় | আমদানি আয় | ভারসাম্য |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৩-৭৪ | ২৯৭.৪১ | ৭৩২.০০ | -৪৩৪.৫৯ |
| ১৯৭৫-৭৬ | ৩০৬.০০ | ১০৮৪.০ | -৭৭৮.০ |
| ১৯৮০-৮১ | ১১৪৮.৪ | ৩৭২৮.৮ | -২৫৮০.৪ |
| ১৯৮৫-৮৬ | ২৭৩৯.৬ | ৬২৯২.৯ | -৩৫৫৫.৬ |
| ১৯৯০-৯১ | ৬০২৭.২ | ১১১৮৭.৭ | -৫১৬০.৫ |
| ১৯৯২-৯৩ | ৮৮২১.৫ | ১৩৮১৯.৮ | -৪৯৯৮.৪ |
| ১৯৯৪-৯৫ | ১৩৯৬১.৪৬ | ২৩৪৫২.৬৮ | -৯৪৯১.২২ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ২৫০৮৪.২ | ৩৬৪৯১.৪ | -১১৪০৭.২ |

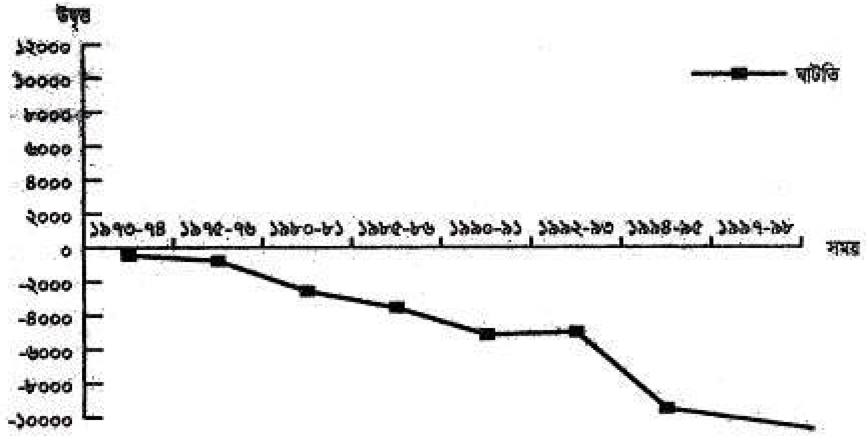


চিত্র ১১.১ : বাংলাদেশে বাণিজ্য ঘাটতির বিস্তার

**ছক ২ : রপ্তানি বাণিজ্যের ধরন**

| রপ্তানি | (মোট রপ্তানি আয়ের %) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ১৯৮২-৮৩ | ১৯৮৫-৮৬ | ১৯৯০-৯১ | ১৯৯৭-৯৮ |
| তৈরী পোষাক | ২.০ | ১৬ | ৪৩ | ৫৫.৮২ |
| চামড়া | ৮.০ | ৭ | ৮ | ৩.৬৮ |
| হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি | ১০.০ | ১৪ | ৮ | ৭.২৪ |
| পাট ও পাটজাত দ্রব্য | ৬২.০ | ৫৫ | ২৭ | ৯.৮১ |
| চা | ৭.০ | ৪ | ২ | ০.৮৫ |

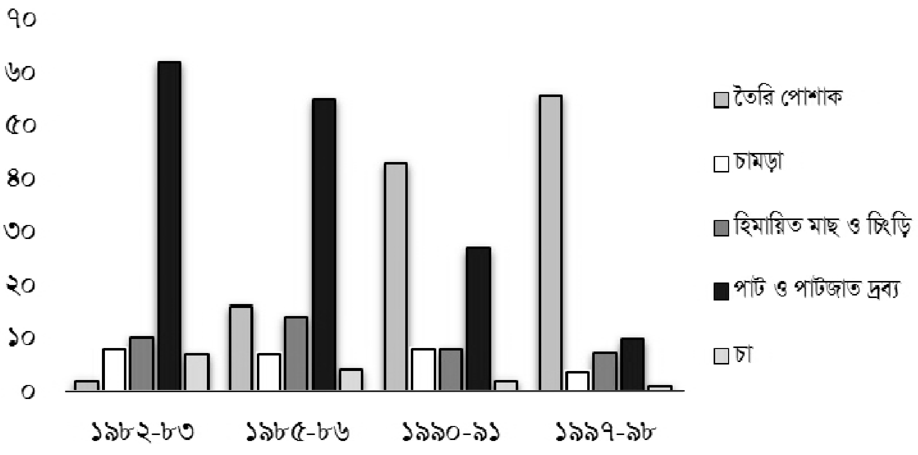


চিত্র ১১.২ : বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের গঠন (১৯৮২, ১৯৯৫)

২ ও ৩ নম্বর ছক থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটি ধরন পাওয়া যায়। আমরা দেখছি ৮০ দশকের মধ্যেই রপ্তানি বাণিজ্যের ধরন অনেকখানি পাল্টে গেছে। ১৯৮২-১৯৮৩ সালেও যেখানে পাট ও

পাটজাত দ্রব্যই ছিল প্রধান রপ্তানি পণ্য (৬২%) সেটি ১৯৯৭-৯৮ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৯.৮১%। উল্টোদিকে তৈরী পোষাক ১৯৮২-৮৩ সালে যেখানে ছিল ২%, ১৯৯৭-৯৮ সালে তা হয়েছে ৫৫.৮২%। এটি গত দু'বছরে আরও বেড়েছে। অর্থাৎ প্রথমত: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য আগে যেখানে পাট নির্ভর ছিল এখন সেখানে বস্ত্রশিল্প নির্ভর। দ্বিতীয়ত: আগেও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য যেখানে একক পণ্য নির্ভর ছিল এখনও তাই আছে।

*১৯৮২-১৯৮৩ সালেও যেখানে পাট ও পাটজাত দ্রব্যই ছিল প্রধান রপ্তানি পণ্য (৬২%) সেটি ১৯৯৭-৯৮ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৯.৮১%। উল্টোদিকে তৈরী পোষাক ১৯৮২-৮৩ সালে যেখানে ছিল ২%, ১৯৯৭-৯৮ সালে তা হয়েছে ৫৫.৮২%। এটি গত দু'বছরে আরও বেড়েছে। অর্থাৎ প্রথমত: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য আগে যেখানে পাট নির্ভর ছিল এখন সেখানে বস্ত্রশিল্প নির্ভর। দ্বিতীয়ত: আগেও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য যেখানে একক পণ্য নির্ভর ছিল এখনও তাই আছে।*

অন্যদিকে আমদানি ক্ষেত্রে দেখছি ১৯৮০-৮১ থেকে ভোগ্য পণ্যের প্রাধান্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

**ছক ৩ : আমদানি বাণিজ্যের ধরন (%)**

| আমদানি পণ্যের ধরন | ১৯৮০-৮১ | ১৯৮৫-৮৬ | ১৯৯০-৯১ | ১৯৯১-৯২ | ১৯৯৬-৯৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| ভোগ্যপণ্য | ১৭.৯ | ৩২.৮ | ৩৪.৭ | ৩৯.১৭ | ৩২.৩ |
| ভোগ্যপণ্যের দ্রবাদি | ৪০.৩ | ৩৬.১ | ৩০.১ | ৩০.২৯ | ২২.৩ |
| মূলধনী পণ্য | ২৬.৯ | ১২.৩ | ১৪.৪ | ১২.৫৭ | ১২.৫ |
| মূলধনী পণ্যের দ্রবাদি | ১৪.৯ | ১৮.৯ | ২০.৮ | ১৭.৯৭ | ১৯.৬ |

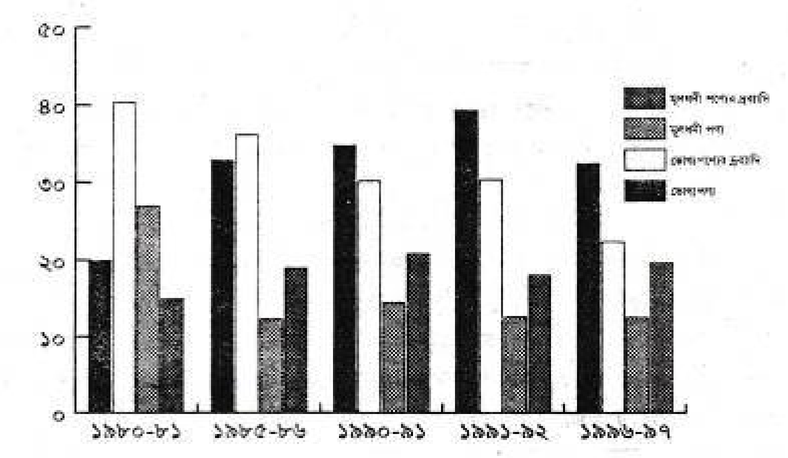


চিত্র ১১.৩ : বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যের গঠন

বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার হল ভারত। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। সেটি হল, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের বড় অংশই সংঘটিত হয় বেআইনীভাবে, যাকে প্রচলিত ভাষায় বলা হয় চোরাচালানী। নিচের ছকে বাংলাদেশ ও ভারতের বৈধ ও অবৈধ দুই বাণিজ্যেরই একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

**ছক ৪ : ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য (১৯৯৩-৯৪)**

| বিষয় | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
|---|---|
| আইনী আমদানি | ১৬৬০.২৬ |
| আইনী রপ্তানি | ৮৪.৪২ |
| আইনী বাণিজ্য ঘাটতি | ১৫৭৫.৮৪ |
| বেআইনী আমদানি (বেআইনী রাস্তা) | ২০৮৬.৩৮ |
| বেআইনী আমদানি (আইনী রাস্তা) | ৪১৪.০৬ |
| মোট বেআইনী আমদানি | ২৫০০.৪৪ |
| বেআইনী রপ্তানি | ৫০৬.৫২ |
| বেআইনী বাণিজ্য ঘাটতি | ১৯৯৩.৯২ |
| ভারতের সঙ্গে মোট বাণিজ্য ঘাটতি | ৩৫৬৯.৭৬ |

উপরের ছক থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতিই প্রধান প্রবণতা। বৈধ ও অবৈধ দুই ক্ষেত্রেই এই চিত্র অভিন্ন। আইনী বাণিজ্য ঘাটতি যেখানে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা, সেখানে বেআইনী বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা।

আমদানি রপ্তানি দাম সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত কি দাঁড়াচ্ছে? নিচের ছকে আমরা এর পরিচয় পাচ্ছি।

**ছক ৫ : বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত (১৯৭৯/৮০=১০০)**

| সাল | আমদানি দাম সূচক | রপ্তানি দাম সূচক | বাণিজ্য শর্ত |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৯/৮০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ১৯৮০/৮১ | ৮৬.৮ | ১১৩.৫ | ৭৬.৫ |
| ১৯৮৫/৮৬ | ৭৮.৯ | ৯৮.৫ | ৮০.১ |
| ১৯৮৯/৯০ | ৯৫.৬ | ১০৩ | ৯২.৮ |
| ১৯৯৩/৯৪ | ১১৩.৩ | ১১০.৮ | ১০২.৩ |
| ১৯৯৬/৯৭ | ১৩৩.৪ | ১৩৬ | ৯৮.১ |

উপরের ছকে ১৯৭৯-৮০ সময়কালকে ভিত্তি ধরে হিসাব করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, ভিত্তি বছর ভিন্ন হলে এই চিত্র পুরোপুরি এরকম থাকবে না। তবে এ থেকে একটি প্রবণতা বোঝা যায়।

**সারসংক্ষেপ**

*বাণিজ্য শর্ত বলতে আমদানি ও রপ্তানি সূচকের অনুপাত বোঝায়। একটি রপ্তানিকারক দেশের রপ্তানি দামের সূচক একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যদি তার আমদানি দামের সূচকের তুলনায় বৃদ্ধি পায় তাহলে বোঝা যাবে যে, বাণিজ্য শর্ত তার অনুকূলে। বিপরীতটি হলে বাণিজ্য শর্ত হবে প্রতিকূলে। বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি এখনও বর্ধমান। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বরাবরই একক পণ্য নির্ভর। আগে প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল পাট, এখন পোষাক।*

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.২

## নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

### সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. একটি দেশের বাণিজ্য শর্ত তার অনুকূলে থাকবে যখন:
ক. রপ্তানি দামের সূচক আমদানি দামের সূচকের সমান হবে।
খ. রপ্তানি দামের সূচক আমদানি দামের সূচকের তুলনায় বাড়বে।
গ. রপ্তানি দামের সূচক আমদানি দামের সূচকের তুলনায় কমবে।
ঘ. কোনটিই না।

২. বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য:
ক. ভোগ্যপণ্য নির্ভর
খ. পাটনির্ভর
গ. বস্ত্রশিল্প নির্ভর
ঘ. কাগজশিল্প নির্ভর

৩. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের বিশেষত্ব হচ্ছে-
ক. আইনী আমদানি প্রধান
খ. আইনী রপ্তানি প্রধান
গ. বেআইনী রপ্তানি প্রধান
ঘ. আইনী-বেআইনী বাণিজ্য ঘাটতি বিপুল

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ১৯৮২-৯৮ সময়কালে বাংলাদেশে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ধরন কেমন ছিল?

২. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য উপস্থাপন করুন।

### রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাণিজ্য শর্ত কি? এটি দিয়ে একটি অর্থনীতির কি প্রবণতা বোঝা যায়?

২. গত দুই দশকে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান প্রবণতা বিশ্লেষণ করুন।

### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

| | | | |
|---|---|---|---|
| পাঠ - ১ : | ১. ক | ২. খ | ৩. গ |
| পাঠ - ২ : | ১. খ | ২. গ | ৩. ঘ |